বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২৩-২০২৪

উপজেলা সমবায় কার্যালয়
উজিরপুর, বরিশাল।
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।

**রাজনৈতিক স্বাধীনতা তার সত্যিকারের অর্থ খুঁজে পাবে অর্থনৈতিক মুক্তির স্বাদে ,আপামর জনসাধারনের ভাগ্যোন্নয়নে।
তবেই গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মাধ্যমে রুপায়িত হবে সমাজতান্ত্রিক নীতর এবং সেই অভিষ্ট লক্ষ্যে আমরা পৌঁছাবো সমবায়ের মাধ্যমে।**

-জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ।

দেশের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে সমবায় একটি পরীক্ষিত কৌশল।

-- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

মুখবন্ধ

স্বাধীনতার পূর্বে ষাটের দশকে এ দেশে সমবায় আন্দোলন তেমন জোরদার ছিল না। সমিতির সংখ্যা ছিল হাতে গোণা ,সদস্য সংখ্যা ছিল খুবই কম। কুমিল্লা পল্লী উন্নয়ন একাডেমির সহায়তায় গ্রামীণ ক্ষুদ্র ঋণ ও কৃষি সমবায় প্রসারিত হচ্ছিল দেশের সীমিত কিছু এলাকায়। পানি সেচ ও উচ্চফলনশীল ফসলের আবাদ উৎসাহিত করা হচ্ছিল বিভিন্ন গ্রামে। সরকারিভাবে গ্রহণ করা হয়েছিল পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প। তখন দেশের কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়নে এসবের প্রভাব ছিল খুবই কম। স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে সমবায় আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠে। ১৯৭২ সালে প্রণীত দেশের সংবিধানে সমবায় মালিকানাকে দ্বিতীয় খাত হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। সংবিধানের ১৩ অনুচ্ছেদে বলা হয়- ‘উৎপাদনযন্ত্র, উৎপাদন ব্যবস্থা ও বন্টনপ্রণালীসমূহের মালিক বা নিয়ন্ত্রক হইবেন জনগণ এবং এই উদ্দেশ্যে মালিকানা ব্যবস্থা হবে এমন-(ক) রাষ্ট্রীয় মালিকানা, অর্থাৎ অর্থনৈতিক জীবনের প্রধান প্রধান ক্ষেত্র লইয়া সুষ্ঠু ও গতিশীল রাষ্ট্রায়ত্ত সরকারি খাত সৃষ্টির মাধ্যমে জনগণের পক্ষে রাষ্ট্রের মালিকানা; (খ) সমবায়ী মালিকানা, অর্থাৎ আইনের দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে সমবায়সমূহের সদস্যদের পক্ষে সমবায়সমূহের মালিকানা এবং (গ) ব্যক্তিগত মালিকানা, অর্থাৎ আইনের দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে ব্যক্তির মালিকানা’।

বঙ্গবন্ধু দেশের ৬৫ হাজার গ্রামে একটি করে সমবায় প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। এর সদস্য হতো গ্রামের সব মানুষ। তিনি গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন যৌথ কৃষি খামার। সরকার তাতে ঋণ দেবে, উপকরণ সহায়তা দেবে, সেচের ব্যবস্থা করে দেবে। তাতে কৃষির উৎপাদনশীলতা বাড়বে। তার সুফল পাবে জমির মালিক, শ্রম প্রদানকারী ভূমিহীন কৃষক ও সরকার। তবে জমির মালিকানা কৃষকেরই থাকবে। এ ক্ষেত্রে ভয় না পাওয়ার জন্য কৃষকদের তিনি আশ্বস্ত করেন। ১৯৭৫ সালের ২৬ মার্চ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে অনুষ্ঠিত এক বিশাল জনসভায় বঙ্গবন্ধু বলেন, ‘আমি ঘোষণা করছি যে পাঁচ বছরের প্ল্যান, প্রত্যেকটি গ্রামে কম্পলসারি কো-অপারেটিভ হবে। বাংলাদেশে ৬৫ হাজার গ্রাম কো-অপারেটিভ হবে। প্রত্যেক মানুষ, যে মানুষ কাজ করতে পারে, তাকে এই কো-অপারেটিভের সদস্য হতে হবে। গ্রামে গ্রামে বহুমুখী কো-অপারেটিভ হবে। ...ভুল করবেন না। এই যে নতুন সিস্টেমে যেতে চাচ্ছি, তাতে আমি আপনাদের জমি নেবো না। ভয় পাবেন না যে জমি নিয়ে যাব, তা নয়। এ জমি মালিকের থাকবে। আপনার জমির ফসল আপনি পাবেন। কিন্তু ফসলের অংশ সবাই পাবে। ...এগুলো বহুমুখী কো-অপারেটিভ হবে। পয়সা যাবে তাদের কাছে, টেস্ট রিলিফ যাবে তাদের কাছে, ওয়ার্কস প্রোগ্রাম যাবে তাদের কাছে, আস্তে আস্তে ইউনিয়ন কাউন্সিল টাউটদের বিদায় দেয়া হবে। তা না হলে দেশকে বাঁচানো যাবে না। এজন্যই ভিলেজ কো-অপারেটিভ হবে।’ ব্রিটিশ আমল থেকেই এ দেশে চালু রয়েছে ক্ষুদ্র ঋণ ও সঞ্চয়। বাংলাদেশে প্রাথমিক সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি, প্রাথমিক কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন এবং প্রাথমিক কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সমবায় সমিতি ইত্যাদি ক্ষুদ্র সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতির অন্তর্ভুক্ত।চীনে শতকরা ৮৫ ভাগ কৃষি ঋণ সমবায়ভিত্তিক। বাংলাদেশেও এর সম্প্রসারণ ঘটছে। আমাদের দেশের সমবায় চিন্তকদের অবশ্যই ক্ষুদ্র কৃষক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের স্বার্থে কাজ করতে হবে। অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়ন নিশ্চিত করার একটি কৌশল হচ্ছে সমবায়। এটি শুধু আর্থিক প্রতিষ্ঠান নয়। মানবিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের নির্ভরযোগ্য একটি অবলম্বন সমবায়। এটি সততা প্রতিষ্ঠা এবং মনন ও মানসিকতা পরিবর্তনের উত্তম পন্থা। সমবায় সুপ্রতিষ্ঠিত হলেই সুশাসন, গণতন্ত্রায়ন, বিকেন্দ্রীকরণ এবং প্রান্তিক জনগণের সক্ষমতা বৃদ্ধি নিশ্চিত করা যাবে। এর জন্য দেশে সমবায় আন্দোলনকে আরও জোরদার করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভাষায় ‘দেশের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে সমবায় একটি পরীক্ষিত কৌশল।

মোঃ রিয়াদ খান
উপজেলা সমবায় অফিসার,
উজিরপুর,বরিশাল।

সূচিপত্র:

১ম অধ্যায় - উপজেলা সমবায় দপ্তর, উজিরপুর, বরিশাল
২য় অধ্যায়- উজিরপুর উপজেলার সমবায় খাতের অগ্রগতি

৩য় অধ্যায়- জাতীয় সমবায় পুরস্কার-২০২৩ এর তথ্য ও চিত্র

৪র্থ অধ্যায়-প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

৫ম অধ্যায়- উন্নয়ন প্রকল্প

১ম অধ্যায়

উপজেলা সমবায় দপ্তর, উজিরপুর, বরিশাল

১. উপ**জেলা সমবায় দপ্তর, উজিরপুর, বরিশাল এর রূপকল্প, অভিলক্ষ্য, কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র এবং কার্যাবলী**

১.১ **রূপকল্প :**

টেকসই সমবায়, টেকসই উন্নয়ন।

১.২ **অভিলক্ষ্য :**

সমবায়ীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে কৃষি, অকৃষি, আর্থিক ও সেবা খাতে টেকসই সমবায় গড়ে তোলা।

১.৩ **কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র :**

১.৩.১ উপ**জেলা সমবায় দপ্তর, উজিরপুর, বরিশাল এর** কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্রে:

১ টেকসই সমবায় গঠনে কার্যক্রম গ্রহণ;
২ উৎপাদন, আর্থিক ও সেবা খাতে সমবায় গঠন;
৩ সমবায় সংগঠনের সক্ষমতাবৃদ্ধি ও উদ্যেক্তা সৃজন;
৪ দরিদ্র ও অনগ্রসর মহিলাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও সম্পদের অধিকার অর্জনে কার্যক্রম গ্রহণ।
১.৩.২ সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ:

১.৪ **কার্যাবলী :**

১. সমবায় আদর্শে/দর্শনে উদ্বুকরণ ও সমবায় গঠন;
২. নিরীক্ষা, পরিদর্শন ও তদারকির মাধ্যমে সমবায় সমিতিগুলোতে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা;
৩. সমবায় অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উচ্চতর প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি করা;
৪. প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সমবায়ীদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং উদ্যোক্ত সৃজনে সহায়তা করা;
৫. সমবায় নেটওয়াকিং জোরদার করার লক্ষ্যে সমবায় মূল্যবোধের প্রচার, প্রকাশনা, সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন এবং প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি প্রদান;
৬. পুঁজি গঠন ও বিনিয়োগের মাধ্যমে আত্বকর্মসংস্থান সৃষ্টি করা;
৭. গ্রামীন মহিলা ও সাধারণ জনগোষ্ঠির ক্ষমতায়ন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সমবায় ভিত্তিক প্রকল্প ও কর্মসূচির বাস্তবায়ন;
৮. সমবায় পন্য ব্যান্ডিং ও বাজার সংযোগ প্রতিষ্ঠায় সমবায়ীদের দক্ষতা উন্নয়নে সহায়তা করা;
৯. সমবায় অধিদপ্তরের অভিলক্ষ্য অর্জন ও কার্যাবলী বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সহযোগীতা প্রদান;

১.৫ উপ**জেলা সমবায় দপ্তর, উজিরপুর, বরিশাল এর লক্ষ্য এবং দায়িত্ব:**
১. সমবায় আন্দোলনের প্রশাসনিক এবং ব্যবস্থাপনা বিষয়ক নীতিমালার আলোকে প্রণীত সমবায় সমিতি আইন এবং বিধিমালার ব্যবহারিক প্রয়োগ তত্ত্বাবধান করা।
২. উপ**জেলা সমবায় দপ্তর, উজিরপুর,বরিশাল এর** কর্মকর্তা কর্মচারী এবং সমবায় সমিতির সদস্য, ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য, বেতনভুক্ত কর্মচারীদেরকে বিভিন্ন পদ্ধতি ও প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সমবায় নীতিমালা ও এর প্রায়োগিক বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা;
৩. সমবায় সমিতি আইন ও বিধিমালার যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা সাপেক্ষে, মূলধন গঠন ও বিনিয়োগ, সঠিক ব্যবস্থাপনা, তহবিলের যথাযথ ব্যবহার করতঃ সমিতির স্বাভাবিক এবং আইনগত কার্যক্রম ও অন্যন্য বিষয়াদি পরিচালনার জন্য সমবায় সমিতি সংগঠন, নিবন্ধন এবং অডিট করা;

৪. যুগের চাহিদা মোতাবেক সমিতি পরিচালনার সুবিধার্থে সমবায় সমিতি আইন ও বিধিমালা সংশোধনের জন্য পরামর্শ প্রদান করা এবং উপজেলা সমবায় অফিসারের উপর অর্পিত বিধিবদ্ধ দায়িত্ব পালন এবং ক্ষমতা প্রয়োগ করা;

৫. সমবায় সমিতির কার্যক্রম সম্পর্কে জরিপ, গবেষণা এবং কেস স্টাডি পরিচালনা করে ফলাফল এবং প্রতিবেদন প্রকাশ করা এবং জেলা সমবায় কর্মকর্তার নিকট সুপারিশ পেশ করা;

৬. সমবায়ের প্রচার, প্রকাশনা ও সম্প্রসারণমূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করা ; এবং

৭. দাপ্তরিক প্রশাসন পরিচালনা ।

১.৬ **প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান:**

দেশের মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে উপ**জেলা সমবায় দপ্তর, উজিরপুর, বরিশাল** , বাংলাদেশ সমবায় একাডেমী ও শের-ই-বাংলা আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট বরিশাল এর মাধ্যমে বিভাগীয় কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং সমবায়ীদের সমবায় ব্যবস্থাপনাসহ বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে।

১.৭ সমবায় দিবস:

আন্তর্জাতিক সমবায় দিবসঃ জুলাই মাসের ১ম শনিবার

জাতীয় সমবায় দিবসঃ নভেম্বর মাসের ১ম শনিবার

১.৮ **সমবায় সমিতি সংক্রান্ত তথ্য:**

১.৮.১ সমিতির স্তর বিন্যাস: দেশের মোট সমবায় সমিতিসমূহ ৩টি স্তরে বিভক্ত-

ক. প্রাথমিক সমবায় সমিতি

খ. কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি

গ. জাতীয় সমবায় সমিতি

অপরদিকে সমিতি গঠনের উদ্যোগ, অর্থায়ন ও সেবা প্রদানের দৃষ্টিকোণ থেকে সমবায় সমিতিসমূহকে দু'ভাগে ভাগ কর্

ক. সাধারণ সমবায় সমিতি

খ. বিআরডিবি সমর্থনপুষ্ট সমবায় সমিতি

১.৮.২ **সমিতির সংখ্যাঃ**

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের ৩০ জুন পর্যন্ত উজিরপুর উপজেলায় মোট সমবায় সমিতির সংখ্যা ৪১৩ টি, যার স্তর বিন্যাস নিম্নরুপ:

স্তর/শ্রেনি	সংখ্যা
জাতীয়	নাই
কেন্দ্রীয়	০১ টি
প্রাথমিক সাধারণ	৩১০ টি
প্রাথমিক (পউব)	১০২ টি
মোট =	৪১৩ টি

১.৮.৩ **প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড:**

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা :(রাজস্ব বাজেটে):

সংস্থার নাম	উপজেলা কর্মকর্তার পদ	৩য় শ্রেণির পদ	৪র্থ শ্রেণির পদ	মোট
১	২	৫	৬	৭
উপজেলা সমবায় দপ্তর, উজিরপুর (মোট পদ সংখ্যা)	০১	০৩	০১	০৫

১.৮.৫ **কর্মসংস্থান:**

সমবায় সমিতির মাধ্যমে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের ৩০ জুন পর্যন্ত সর্বমোট ৮,৪৮০ জন লোকের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়েছে।

১.৮.৬ **অডিট ফি ও নিবন্ধন ফি আদায়:**

উপজেলা সমবায় দপ্তর, উজিরপুর, বরিশাল সরকারী রাজস্ব (ননট্যাক্স) আয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। সমবায় সমিতি নিবন্ধনের সময় নিবন্ধন ফি আদায় করা হয়। অপরদিকে সমিতির অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন করার পর সমিতি হতে সমবায় সমিতি বিধিমালা ২০০৪ (সংশোধন ২০২০) এর ১০৭ বিধি অনুযায়ী নির্দিষ্ট হারে অডিট ফি আদায় করা হয়। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে সমবায় উপ**জেলা সমবায় দপ্তর, উজিরপুর, বরিশাল** কর্তৃক নিবন্ধন ফি হিসেবে ১,২০০/- টাকা এবং অডিট ফি হিসেবে ৮৮,৭৭০/- টাকা অর্থাৎ মোট ৮৯,৯৭০/- টাকা রাজস্ব সরকারি কোষাগারে জমা হয়েছে।

১.৮.৭ **সমবায় উন্নয়ন তহবিল (সিডিএফ) আদায়:**

সমবায় সমিতি বিধিমালা-২০০৪ (সংশোধন ২০২০) এর ৮৪(২) বিধি অনুযায়ী প্রত্যেক সমবায় সমিতি প্রতি সমবায় বর্ষে নীট মুনাফা হতে ৩% অর্থ সমবায় উন্নয়ন তহবিলের অনুকূলে জমা করার মাধ্যমে উক্ত তহবিল গঠিত হয়। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে সমবায় উপ**জেলা সমবায় দপ্তর, উজিরপুর, বরিশাল** ২৮,৪১৩/- টাকা সমবায় উন্নয়ন তহবিল (সিডিএফ) আদায় করতে সক্ষম হয়েছে।

১.৮.৮ **সমবায় প্রশিক্ষণ:**

সমবায় সমিতির কার্যক্রমে আইনানুগ নিয়ন্ত্রণ ও সমবায়ীদের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে গতিবৃদ্ধির জন্য সমবায় প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম । এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি ও শের-ই-বাংলা আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট বরিশাল এর পাশাপাশি জেলা সমবায় দপ্তরে ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ ইউনিট রয়েছে। উক্ত ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ ইউনিট কর্তৃক চহিদানুযায়ী তৃণমূল পর্যায় সমবায় ব্যবস্থাপনা, হাঁস-মুরগী ও গবাদী পশু-পালন, বৃক্ষরোপণ, স্যানিটেশন প্রভৃতি আয়বর্ধক ও আত্ন-কর্মসংস্থানমূলক বিষয়সহ জাতীয় কর্মসূচীর আওতাভুক্ত বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ২০২২-২৩ অর্থ বছরে ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ ইউনিট কর্তৃক প্রদত্ত প্রশিক্ষণের অগ্রগতি চিত্র নিম্নরূপঃ

ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ ইউনিট কর্তৃক প্রদত্ত প্রশিক্ষণের অগ্রগতিঃ

প্রশিক্ষণের ধরণ	কোর্সের সংখ্যা	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ	০১	২৫
আইজিএ প্রশিক্ষণ	০১	০৩
মোট	০২	২৮

১.৮.১০ **প্রচার ও প্রকাশনা কার্যক্রম:**

- ❖ সমবায়ের কার্যক্রম প্রচার
- ❖ সমবায় পত্রিকা ও সাময়িকী প্রকাশ: ত্রৈমাসিক সমবায়, কো-অপারেশন, নিউজ লেটার
- ❖ বিভিন্ন সেমিনার ও কর্মশালা আয়োজন
- ❖ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমবায় দিবস উদযাপন
- ❖ জাতীয় সমবায় পুরস্কার সংক্রান্ত
- ❖ রেডিও ও টেলিভিশন সহ অন্যান্য গণ মাধ্যমের সাথে যোগাযোগ ও প্রচার সংক্রান্ত কাজ
- ❖ সমবায় সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রদর্শনী

১.৯ -উপজেলা সমবায় কার্যালয়, উজিরপুর, বরিশাল এর উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

*** স্থানীয় সরকার দিবস-২০২৩: উন্নয়ন মেলা ও প্রদর্শনীঃ

স্থানীয় সরকার দিবস-২০২৩: উন্নয়ন মেলা ও প্রদর্শনী ও জি. আর চাল বিতরণঃ

স্থানীয় সরকার দিবস-২০২৩: উন্নয়ন মেলা প্রদর্শনী ও জি. আর চাল বিতরণ উপজেলা সমবায় কার্যালয়, উজিরপুর, বরিশালে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ শাহে আলম মাননীয় সংসদ সদস্য-১২০, বরিশাল-০২ (উজিরপুর-বানারীপাড়া। জনাব আব্দুল মজিদ সিকদার (বাচ্চু), চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, উজিরপুর, বরিশাল। জনাব ফারিহা তানজিন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উজিরপুর, বরিশাল। উপস্থিত ছিলেন জনাব এস এম জামাল হোসেন সভাপতি, উজিরপুর আওয়ামী লীগ, বরিশাল, মোঃ রিয়াদ খান, উপজেলা সমবায় অফিসার, উজিরপুর, বরিশাল ও শিকাপুর ইউনিয়ন এর চেয়ারম্যান উপস্থিত ছিলেন।

*** ৫১ তম জাতীয় সমবায় দিবস উদযাপন:

৫ নভেম্বর ২০২২ খ্রিঃ তারিখে ৫১ তম জাতীয় সমবায় দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে উপজেলা সমবায় কার্যালয়, উজিরপুর, বরিশালের সার্বিক তত্ত্বাবধানে এক আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উজিরপুর, বরিশাল মহোদয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনাব আব্দুল মজিদ সিকদার (বাচ্চু), চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, উজিরপুর, বরিশাল। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনাব এস এম জামাল হোসেন সভাপতি, উজিরপুর আওয়ামী লীগ, বরিশাল, জনাব মোঃ গিয়াস উদ্দিন বেপারী, মেয়র, উজিরপুর পৌরসভা, জনাব অপূর্ব কুমার বাইন, ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, উজিরপুর, বরিশাল, জনাব সীমা রানী শীল, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, উজিরপুর, বরিশাল। এবং মোঃ রিয়াদ খান, উপজেলা সমবায় অফিসার, উজিরপুর, বরিশাল। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব ফারিহা তানজিন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উজিরপুর, বরিশাল।

২য় অধ্যায়

উজিরপুর,বরিশাল সমবায় খাতের অগ্রগতি

বাংলাদেশে সমবায়ের কার্যক্রম শতবর্ষ অতিক্রম করেছে। সুদীর্ঘ পথ পরিক্রমায় বিশ্ব অর্থনীতির জোয়ার ভাটা সমবায়ের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। পুঁজিবাদের প্রবল দাপটে মাঝে মধ্যে সমবায়ের আবস্থা নাজুক হলেও এর ফলপ্রসূ কার্যকারিতা তাকে টিকিয়ে রেখেছে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সার্বজনীন উপযোগী মাধ্যম হিসেবে। নতুন শতাব্দীতে সমবায় নতুন ভাবধারায় উজ্জিবিত হয়েছে। ফলে বিভিন্ন মাপকাঠিতে এর ক্রম অগ্রসরতা দৃশ্যমান হয়। অর্থনীতির এ খাতের সাফল্য পরিসংখ্যানের নিয়মে পরিমাপ করা সু:স্বাধ্য বিষয়। তবে কিছু নিয়ামক রয়েছে যার মাধ্যমে এর সফলতা ও ব্যর্থতার একটি ধারণা পাওয়া যেতে পারে। এ দেশের প্রাথমিক সমবায় সমিতির কার্যক্রমই সমবায় আনোদলনের মূল চালিকা শক্তি। নিম্মে এরুপ প্রাথমিক সমবায় সমিতির কিছু নিয়ামক চিত্র তুলে ধরা হলো:

২.১ প্রাথমিক সমবায় সমিতির সংখ্যা:

নতুন সহশ্রাব্দে সমবায়ের কিছু নতুন মাত্রা যুক্ত হওয়ায় এর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে নতুন সমবায় সমিতি নিবন্ধনের প্রক্রিয়াও অব্যাহত রয়েছে। প্রতি বছরই উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সমবায় সমিতি নিবন্ধিত হচ্ছে। বিগত পাঁচ বছরে সমবায় সমিতির সংখ্যার ঘটেছে। উপজেলা সমবায় কার্যালয়, উজিরপুর,বরিশাল এর সরাসরি তত্বাবধোনে গঠিত সমবায় সমিতির পাশাপাশি অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগেও বিভিন্ন ক্যাটাগরীর সমবায় সমিতি নিবন্ধিত হয়ে থাকে। বিশেষ করে প্রথিমিক সমবায় সমিতি সংগঠনের ধারা অন্যান্য সময়ের চেয়ে বর্তমানে অনেক বেশি। ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের জুন ২০২৩ খ্রি. পর্যন্ত উজিরপুর উপজেলাধীন প্রাথমিক সমবায় সমিতির সংখ্যা দাড়িয়েছে- সমবায বিভাগীয়: ৩১০ টি ও বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড এর আওতাধীন প্রাথমিক সমিতি: ১০৩ টি।

২.২ প্রাথমিক সমবায় সমিতির সদস্য সংখ্যা:

উন্নয়ন কার্যক্রমে জনগণের অংশীদারিত্ব উন্নয়নের অন্যতম নির্দেশক। সমবায় নিম্ম বিত্তের সংগঠন হিসাবে আর্বিভূত হলেও বর্তমানে সকল শ্রেণির বিপুর সংখ্যক জনগোষ্ঠী সমবায়কে আর্থ-সামাজিক উন্নতির একটি পরীক্ষিতি কৌশল হিসাবে বেছে নিয়েছে। সমবায় শুধু অর্থনৈতিক উন্নয়নই নয় পাশাপাশি সামাজিক উন্নয়নেও বিশেষ অবদান রেখে থাকে প্রতিবেদনাধীন বছরের জুন ২০২৩ খ্রি. পর্যন্ত সমবায় সমিতির ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা বিগত বছরসমুহের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। সদস্য সংখ্যা: পুরুষ- ২৫,৬৭৪৩ জন ও মহিলা- ১৪,৩৫৩ জন সহ সর্বমোট ৪০,০৯৬ জন।

২.৩ শেয়ার মূলধন:

দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ক্ষুদ্র পূঁজির সমন্বয় ঘটিয়ে বৃহৎ মূলধন তৈরি এবং উক্ত মূলধন বিনিয়োগ করে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বৃদ্ধি করাই হচ্ছে সমবায়ের লক্ষ্য অর্জনের মূল কৌশল। যার প্রধান উৎস হলো সদস্যদের নিকট থেকে শেয়ার আদায়। বিগত বছরের তুলনায় পরিশোধিত শেয়ার মূলধন বৃদ্ধি পেয়ে চলতি বছরের জুন ২০২৩ খ্রি. পর্যন্ত দাড়িয়েছে: ২ কোটি. ৪২ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা।

২.৪ সঞ্চয় আমানত:

সমবায় সমিতির মূলধন গঠনে শেয়ারের পরে সঞ্চয়ের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। সদস্যরা নিয়মিতভাবে সমিতিতে সঞ্চয় জমা করে তা লাভজনক ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করে থাকে। বিগত বছর সমুহের তুলনায় সঞ্চয় আদায় বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের জুন ২০২৩ খ্রি. পর্যন্ত সদস্যদের সঞ্চয় দাড়িয়েছে ৮ কোটি ৯৮ লক্ষ টাকা।

২.৫ সংরক্ষিত তহবিল ও গঠিত অন্যান্য তহবিল:

সমবায় সমিতিগুলোর নীট লাভ থেকে নির্দিষ্ট হারে বিভাজনের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য পরিমান অর্থ সংরক্ষিত ও অন্যান্য তহবিলে জমা হয়ে থাকে। এ তহবিলও সমিতির মূলধন হিসাবে গণ্য হয়। ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের জুন ২০২৩ খ্রি. পর্যন্ত প্রাথমিক সমবায় সমিতিগুলোর সংরক্ষিতি তহবিল ও নীট লাভ হতে গঠিত তহবিলের পরিমান ৫০ লক্ষ ০১ হাজার টাকা।

২.৬ কর্যবরী মূলধন:

সমবায় সমিতির শেয়ার মূলধন, সঞ্চয় আমানত ও সংরক্ষিত তহবিল সমবায় সমিতির কর্যকরী মূলধনের উল্লেখযোগ্য অংশ গঠন করে থাকে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের জুন ২০২৩ খ্রি. পর্যন্ত প্রাথমিক সমবায় সমিতি সমুহের কর্যকরী মূলধনের পরিমান দাড়িয়েছে ১২ কোটি ১৮ লক্ষ ২৯ হাজার টাকা।

২.৮ ঋণ বিতরণ:

২০২২-২০২৩ অর্থবছরের জুন ২০২৩ খ্রি. পর্যন্ত প্রাথমিক সমবায় সমিতি সমুহের বিতরণকৃত ঋণের পরিমান ৪ কোটি ৮০ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা।

২.৯ ঋণ আদায়:

২০২২-২০২৩ অর্থবছরের জুন ২০২৩ খ্রি. পর্যন্ত প্রাথমিক সমবায় সমিতি সমুহের আদায়কৃত ঋণের পরিমান দাড়িয়েছে ৩ কোটি ৫০ লক্ষ ৮৮ হাজার টাকা।

২.১০ অডিট ফি:

প্রাথমিক সমবায় সমিতিগুলো প্রতিবছর তাদের নীট মুনফার ১০% হারে সর্বোচ্চ ১০,০০০/- টাকা পর্যন্ত অডিট ফি হিসাবে সরকারি কোষাগারে (ট্রেজারী চালানের মাধম্যে) জমা দিয়ে থাকেন। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ১১৫ টি প্রাথমিক সমবায় সমিতি সমুহের অডিট ফি ধার্য ৮৮,৭৭০/- টাকা, জুন ২০২৩ খ্রি.মাস পর্যন্ত সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে ৮৮,৭৭০/- টাকা। আদায়ের শতকরা হার ১০০%।

২.১১ লভ্যাংশ বিতরণ:

সমবায় সমিতিগুলো তাদের সদস্যদের মধ্যে শেযারের বিপরীতে প্রতিবছর লভ্যাংশ বিতরণ করে থাকে।

তৃতীয় অধ্যায়

জাতীয় সমবায় পুরস্কার-২০২১ এর তথ্য ও চিত্র

জাতীয় সমবায় পুরস্কার নীতিমালা, ২০১১ অনুযায়ী সমবায়ের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রতি বছর ১০ টি ক্যাটাগরিতে সমবায় সমিতি/সমবায়ীকে জাতীয় সমবায় পুরস্কার প্রদান করা হয়। এর আওতায় জেলা বাছাই কমিটি বরিশাল কর্তৃক জাতীয় সমবায় পুরস্কার, ২০২২ এর জন্য ০১ (এক) টি ক্যাটাগরিতে মোট ০১ (এক)টি সমবায় সমিতি জেলা বাছাই কমিটির নিকট প্রেরণ করা হয়। নিম্নে উপজেলা বাছাই কমিটি কর্তৃক মনোনীত শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতির তালিকা দেখানো হ'লঃ

মনোনীত শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতি

ক্র: নং	শ্রেণি	সমবায় সমিতি
১.	ক্যাটাগরি- ০৯ (যুব,বিশেষ শ্রেনী,তাঁতীসহ অন্যান্য পেশা ভিত্তিক) সমবায়	বরিশাল সংযুক্ত তাঁতী সমবায় সমিতি লিঃ গ্রামঃ- পূবর্মুন্ডপাশা, পোঃ শিকারপুর, উপজেলাঃ উজিরপুর, জেলাঃ বরিশাল।

জাতীয় সমবায় পুরস্কার ২০২২ এর জন্য মনোনিত সমবায় সমিতির তথ্য ও চিত্র

৬। শ্রেনিঃ যুব, বিশেষ শ্রেনি, তাঁতীসহ অন্যান্য পেশাভিত্তিক সমবায়

বরিশাল সংযুক্ত তাঁতী সমবায় সমিতি লিঃ
গ্রামঃ- পূবর্মুন্ডপাশা, পোঃ শিকারপুর, উপজেলাঃ উজিরপুর, জেলাঃ বরিশাল।

বরিশাল জেলার উজিরপুর উপজেলাধীন বরিশাল সংযুক্ত তাঁতী সমবায় সমিতি লিঃ ২০০৮ খ্রি. সনে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সমিতির সদস্য সংখ্যা ১১৫২ জন। বর্তমানে সমিতির নিজস্ব মুলধন ১২ লক্ষ ৮১ হাজার ৩ শত টাকা, স্থাবর সম্পত্তির পরিমান ০৫ লক্ষ ০৪ হাজার ০৬ শত টাকা। সদস্যদের মধ্যে সূতা প্রকল্পে বিনিয়োগকৃত ঋণের পরিমান ৭৮ লক্ষ ৬২ হাজার ১শত টাকা। উক্ত বিনিয়োগের মাধ্যমে সমিতির তত্বাবধানে সমিতির ৭৮৫ জন তাঁতী সদস্যদের জনের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে। তাঁতীদের ভাগ্য উন্নয়নের নিমিত্তে সুতা, রং ও অন্যান্য তাঁত সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য ঋণ প্রদান, সুতা ক্রয়ের জন্য সুতা প্রকল্পে বিনিয়োগ করে থাকে। সদস্যদের তৈরীকৃত পন্য যেমন গামছা, তোয়ালে সহ অন্যান্য সামগ্রী সমিতির মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন জায়গায় বিক্রি করা হয়ে থাকে। গরীব দুস্থ তাঁতীদের ঋণ প্রকল্প ক্ষুদ্র ঋণ, অনুদান, সাহায্য, বনায়ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন।

চতুর্থ অধ্যায়

প্রশিক্ষণ :

সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক নির্দেশনা মোতাবেক বিভিন্ন প্রশিক্ষন কোর্স অনুষ্ঠীত হয়। এ প্রশিক্ষণ গ্রহন করে সমবায় সমিতির সদস্যদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন একং আত্ম-কর্মসংস্থান সুযোগ সৃষ্ঠি হয়ে সমিতির সদস্যরা এখন দক্ষ, সুশৃঙ্খল ও স্বাবলম্ভী হয়েছেন। বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি কোটবাড়ী কুমিল্লা জাতীয় প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ও তার আওতাধীন বরিশাল আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট, কাশিপুর, বরিশাল সমবায়ীদের এবং সমবায় বিভাগে কর্মরত বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে।

বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি কোটবাড়ী কুমিল্লা :

বাংলাদেশ সমবায় একাডেমিতে ২০২১-২০২২ প্রশিক্ষণ বর্ষে বরিশাল জেলার সমিতির সদস্যদের মোট ১৪ (চৌদ্দ) টি প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত কোর্স সমূহে সর্বমোট ৪২ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট কাশিপুর,বরিশাল:

আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট কাশিপুর,বরিশালে ২০২২-২০২৩ প্রশিক্ষণ বর্ষে বরিশাল জেলার উজিরপুর উপজেলার সমিতির সদস্যদের মোট ০৭ (সাত) টি প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত কোর্স সমূহে সর্বমোট ১৯ (উনিশ) জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট কাশিপুর,বরিশালে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের প্রশিক্ষণ অগ্রগতি :

ক্রঃ নং	কোর্সের সংখ্যা	কর্মকর্তা/কর্মচারী	সমবায়ী	লক্ষমাত্রা	অর্জন
০১	০২	০২	০০	০০	০০
০১	০৭	০০	১৯	০০	১০০%

ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ:

উপজেলা সমবায় সমবায় কার্যালয়, উজিরপুর, বরিশাল কর্তৃক আয়োজিত উজিরপুর উপজেলায় ভ্রম্যমান প্রশিক্ষণ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন সমবায়ীদের বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ দিয়ে হাসঁ মুরগী গরু ছাগল ও গৃহপালিত অন্যান্য পশু লালন পালনের জন্য খামার তৈরির কর্মকৌশল, মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি, বাড়ির আঙ্গিনায় শাক-সবজি ফলমুল চাষ করে আয় বৃদ্ধি, সমবায় সমিতির রেকড সংরক্ষণ ও হিসাব বিবরণী প্রস্তুতকরণ ও অডিট সম্পাদন, আইজিএ (সেলাই) প্রশিক্ষণ গ্রহন করে থ্রিপিচ, ফতুয়া, বাচ্চাদের পোষাক তৈরী করে সমিতির সদস্য লাভবান হয়েছেন এবং বিভিন্ন প্রকার শাড়ী, থ্রিপিচ, ফতুয়া, বিছানারচাদরে ব্লক বাটিক করে আত্ম-কর্মসংস্থান সুযোগ সৃষ্টি হয়ে সমিতির সদস্যরা এখন স্বাবলম্বী হয়েছেন।

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণের অগ্রগতি :

ক্রঃ নং	কোর্সের সংখ্যা	কর্মকর্তা/কর্মচারী	সমবায়ী	লক্ষমাত্রা	অর্জন
০১	০২	০২	০০	০০	
০২	০৫		১২৫	১২৫	১০০%

ধন্যবাদ